দলবৃত্ত ছন্দ।

যে কাব্য-ছন্দে মূল পর্ব শুধু চার মাত্রার হয়,তাকে স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দ বলে। একে শ্বাসাঘাত প্রধান বা ছড়ার ছন্দও বলা যেতে পারে। কেউ কেউ লৌকিক ছন্দ নামেও একে চিহ্নিত করে থাকেন। বাঙলাদেশের লোকসাহিত্য দীর্ঘদিন ধরেই এই ছন্দেই রচিত হয়ে আসছে। ছড়ায়,ঘুম পাড়ানি গানে, ব্রতকথায়,লোকসঙ্গীতে, কবিগানে এই ছন্দের প্রচলন দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। তবে অনেক বিচার বিশ্লেষণ করে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় শেষ পর্যন্ত 'দলবৃত্ত' নামটিকেই নির্বাচন করেছেন।
ছোট ছোট পর্বের ছন্দ হওয়ায় ও প্রতি পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে বলে এই ছন্দের কবিতা পাঠের সময় বাগযন্ত্রের ক্ষিপ্রতা আসে এবং একটা দ্রুত লয়ের সৃষ্টি হয়। লয়ের এই দ্রুততার জন্য একে ধামালি ছন্দও বলা হয়। অনেক সময় উচ্চারণের এই দ্রুত গতিভঙ্গীর ফলে এই ছন্দে যৌগিক স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরও এক মাত্রার হয়ে পড়ে।

সূত্রাকারে বৈশিষ্ট্যঃ
১। মূল পর্ব চার মাত্রার হয়। দলবৃত্তে চারমাত্রার চেয়ে বড়ো বা ছোট মাপের পর্ব রচনার চেষ্টা যে কেউ করেন নি,তা নয়,কিন্তু সেটি ব্যাতিক্রমমাত্র।
আজ বিকালে/ কোকিল ডাকে /শুনে মনে /লাগে
(আজ-রুদ্ধদল, ১মাত্রা পাচ্ছে, বি+কা+লে= ১+১+১ মুক্তদল, মোট ৪ মাত্রা পাচ্ছে। কো-মুক্তদল ১ মাত্রা পাচ্ছে, কিল-রুদ্ধদল ১ মাত্রা পাচ্ছে। ডা+কে=১+১, মোট ৪ মাত্রা হচ্ছে , শু+ণে=১+১,ম+নে=১+১, মোট ৪ মাত্রা, লা+গে=১+১=২, তিনটে পূর্ণ পর্ব ৪ মাত্রা করে, একটা অপূর্ণ পর্ব ২ মাত্রার।)
বাংলাদেশে/ ছিলাম যেন / তিন শো বছর/আগে// (এখানেও একইভাবে হবে, বাং+লা+দে+শে=১+১+১+১=৪,
ছি+লাম=১+১,যে+ন=১+১,মোট ৪ মাত্রা। তিন+শো=১+১,ব+ছর=১+১, মোট ৪ মাত্রা, আগে=২ মাত্রা)
এর প্রতিটি পূর্ণপর্বে রুদ্ধদল ও মুক্তদল মিলিয়ে চারটি করে দল রয়েছে। আর পংক্তির শেষে আছে দুটি অপূর্ণ পর্ব। এই অপূর্ণ পর্ব দুটিতে দুটি করে দল রয়েছে। সুতরাং এই উদাহরণটিতে প্রতিটি পূর্ণ পর্বে আছে ৪ মাত্রা আর অপূর্ণ পর্বটিতে আছে দু-মাত্রা।

২। প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে একটা শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর থাকে।
যেমন,
রায়বেশে নাচ/ **না**চের ঝোঁকে /**মা**থায় মারলে /**গাঁ**ট্টা//
শ্বশুর কাঁদে/ **মে**য়ের শোকে/ **ব**র হেসে কয়/ **ঠা**ট্টা//

৩। এই ছন্দে হলন্ত ও স্বরান্ত দু-ধরণের অক্ষরই এক মাত্রা করে পায়।
দৃষ্টান্তঃ
কাঁপিয়ে পাখা/ নীল পতাকা/ জুটল অলি/কূল// (কাঁ, স্বরান্ত অক্ষর ১ মাত্রা, পিয়ে হলন্ত অক্ষর ১ মাত্রা, পা+খা=১+১ মোট ৪, নীল, হলন্ত অক্ষর ১ মাত্রা, প+তা+কা=১+১+১, মোট ৪, জুট,হলন্ত অক্ষর ১ মাত্রা,ল=১,অ+লি=১+১, মোট ৪, কূল=২)

৪। যুক্তব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয়।
যেমন, সাঙ্গ= সাং+গ, সাং=১ মাত্রা,গ=১ মাত্রা।

৫। দ্রুত লয় থাকে। তবে সবসময়ই যে লয় দ্রুত হবে এমনটা নয়। ব্যাতিক্রমও আছে। যেমন,
কৃষ্ণকলি/আমি তারেই/বলি
কালো তারে/ বলে গাঁইয়ের/ লোক
মেঘলা দিনে/ দেখেছিলেন/মাঠে
কালো মেয়ের/ কালো হরিণ/ চোখ
 কবিতাটি দলবৃত্তে রচিত,কিন্তু দ্রুতলয়ে পড়তে গেলে এর কাব্যসৌন্দর্য বিঘ্নিত হয়।

৬। দলবৃত্তের মাত্রা প্রসঙ্গে বলা যায়, শব্দের মধ্যে 'ওয়া' বা 'ইয়ে'-র মতো ধ্বনি থাকলে তা যেমন সময়ে সময়ে মুক্তদল হিসেবে দু-মাত্রা পেতে পারে তেমনি আবার অনেক সময়ে তা এক মাত্রা হিসেবেও গন্য হতে পারে।যেমন,
শিওরের ওই/ জানলা দুটো/ গায়ে লাগুক/ হাওয়া (ওয়া) হা+ওয়া,১+১
ওষুধ ? আমার/ ফুরিয়ে (ইয়ে)১+১ গেছে / ওষুধ খাওয়া(ওয়া) ১+১
আবার
ত্রিভুবনের / গোপন কথা / খানি
কে জাগিয়ে / তুলবে তাহার / মনে (কে=১,জা=১, গিয়ে (গ+ইয়ে) এখানে ১+১ =২ মাত্রা পাচ্ছে, মোট ৩ মাত্রা পাচ্ছে)
আমি যদি / আমার মুক্তি / নিয়ে (ন+ইয়ে= ১+১=২ মাত্রা পাচ্ছে।)
যুক্তি করি / আপন গৃহ/ কোণে